দারসে কুরআন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী

www.pathagar.com

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র

দারসে কুরআন–১

www.pathagar.com

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.

দারসে কুরআন-১

সূরা মুয্যাম্মিলের দারস ১ -১৪ আয়াত

অনুবাদ

সাইয়েদ রাফে সামনান

সাইয়েদ পাবলিশিং হাউস
ঢাকা- বাংরাদেশ

www.pathagar.com

ISBN: 984-619-o23-09

দারসে কুরআন
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.

গ্রন্থের নাম
বক্তৃতার একটি অডিও ক্যাসেট থেকে অনুলিখন

অনুবাদ
সাইয়েদ রাফে সামনান

প্রকাশনা য়
সাইয়েদ পাবলিশিং হাউস
৪৩৫ বড় মগবাজার- ঢাকা -১২১৭
৬৬ প্যারিদাস রোড বাংলা বাজার-ঢাকা-১১০০
ফোন: ৯৩৬০৬৪৫, ৭১৭৫২০৫
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৭১১৫৩৬৫

স্বত্ব
খুররম একাডেমী- ঢাকা

প্রথম মুদ্রণ
মে : ২০০৬

প্রচ্ছদ
জনতা কম্পিউটার এণ্ড গ্রাফিক্স

হাদিয়া : ১৬.০০ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

ভূমিকা

তাফহীমুল কুরআনের রচিয়তা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রহ.-কে জীবনে অনেক দারসে কুরআন পেশ করতে হয়েছে। যেমন আজকার ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের করতে হয়। তার সব দারস রেকর্ড করা সম্ভব হয়নি। আর যা রেকর্ডকৃত আছে তাও ভাষার কারণে আমাদের জানা, বোঝা ও শোনা সহজ নয়।

২০০৫ সালের অক্টোবর সংখ্যা মাসিক তরজুমানুল কুরআনে তার একটি দারসের উর্দু অনুলিখন প্রকাশিত হয়েছিল। উর্দুতে অনুলিখনের দায়িত্ব পালন করেন জনাব আমজাদ আব্বাসী।

যার তাফহীমুল কুরআন পড়ে আমরা দারসে কুরআন পেশ করি সেই তাফসীর গ্রন্থ রচিয়তার দারস কেমন হতো? তা শ্রোতাকে কিভাবে আকৃষ্ট করতো? বিষয়ের গভীরতা ও পাঠকের কৌতুহল আমাদের এ দারসুল কুরআন বাংলা ভাষার পাঠকদের খেদমতে পেশ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাফহীমুল কুরআনে সূরা আল মুযযাম্মিল অধ্যয়ন করবার পর আমরা এ বিষয়ে অনেক দারস দিয়েছি, শুনেছি তারপর স্টাডি সার্কেল করেছি। একই বিষয়ে অনেকের অনেক লেখা পড়েছি, হেদায়েতী বক্তব্য শুনেছি। মাওলানা মওদূদীর অনেক বক্তৃতা বই আকারে আমাদের পড়া হয়ে গেছে। তবে এই নিবন্ধের ভিন্নতা হলো এটাকে বক্তব্য প্রদানের স্টাইলেই রাখা হয়েছে। যাতে দারসের ইমেজ অনুরণিত হয়। বক্তব্য রাখবার সময় এমন অনেক কথাই বলা হয়ে যায় যা লেখার সময় মনে আসে না। আবার লিখতে বসলে এমন অনেক পয়েন্ট চলে আসে যা বক্তৃতার সময় বলা হয়নি। মাওলানা মওদূদীর এই দারস পাঠকদের সেই অনুভূতি এনে দিবে বলে আমার বিশ্বাস। তবে এ জন্য পাঠককে একবার বা আবার সূরা মুযযাম্মিলের ১ থেকে ১৪ আয়াত পর্যন্ত তাফসীর দেখে নিতে হবে। তাহলেই পাঠক দারসে কুরআনের এক ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের স্বাদ অনুভব করবেন। আশাকরি পাঠক সমাজ এ দরস থেকে উপকৃত হবেন।

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও
সম্পাদক, *সপ্তাহিক সোনার বাংলা।*

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۔ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۔ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۔ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۔

হে চাদর মুড়ি দিয়ে শয়নকারী! রাতের বেলা নামাযে দাঁড়িয়ে থাক, তবে কিছু কম। অর্ধেক রাত বা তার থেকেও কিছুটা কম করে নাও। অথবা তার থেকে একটু বাড়িয়ে নাও, আর থেমে থেমে তারতীলের সাথে কুরআন পড়। (আল-মুযযাম্মিল ঃ ১-৪)

এ সূরা প্রাথমিক জমানার। দ্বিতীয় রুকু বিশেষভাবে মনে হয় মদীনায়ে তাইয়্যেবাতে নাযিল হয়েছিল। প্রথম রুকু প্রাথমিক কালের, যখন রাসূলুল্লাহর সা. প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। তবে এতটা প্রাথমিক ষ্টেজের নয় যে তখনও কাফেরদের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়নি। সূচনাকালে এমনও একটি যুগ ছিল যখন মক্কার কাফেরদের সাথে দ্বন্দ্ব সংগ্রাম শুরু হয়নি। তখন রাসুল সা. প্রকাশ্য দাওয়াত ও প্রচার কার্য চালাতেন না। বরং আলাদা আলাদাভাবে এক এক জন করে দেখা সাক্ষাৎ বৈঠক করে ফজিলত ও বাণী পৌঁছাতেন। সে সময়টাকেও দ্বন্দ্ববিরোধ প্রকাশ্য সংঘাত সংঘর্ষের রূপ ধারণ করেনি।

রাসুলুল্লাহ সা. যখন প্রকাশ্যে প্রচার কার্য চালিয়ে দাওয়াতী অভিযানের সূচনা করেন দ্বন্দ্ব সংঘাতের সূত্রপাত তখনই। এ দ্বন্দ্ব সংঘাতের যুগে রাসূলের সা. প্রশিক্ষণ ছিল জরুরী। আর এটা সময়ের দাবীও ছিল যে এ মহান দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য রাসূলুল্লাহ সা.-কে সর্বদা সর্বক্ষণ প্রস্তুত করে রাখা। আর এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত স্নেহ আদর দিয়ে ডাকলেন। বললেন, 'ইয়া আইয়ুহাল মুযযাম্মিল।'

আরবী ভাষায় বস্ত্রাবৃত হয়ে বসা বা চাদ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়াকে বলা হয় মুযযাম্মিল। হে বস্ত্রাবৃত! বলে সম্বোধন করবার দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি

www.pathagar.com

অর্থ এই যে, হে পুরুষ! যে নিশ্চিন্তে পা মেলে শুয়ে আছ, তোমার উপর অনেক বড় কাজের দায়িত্ব। আর একটি অর্থ এই হতে পারে হে পুরুষ! যে চিন্তিত ভারাক্রান্ত উদাসী জেগে উঠে এই দায়িত্ব নাও। আসলে কথা হলো একজন মানুষের উপর একটি বিরাট কাজের মহান বোঝা চাপিয়ে দেয়ার এখন সে পেরেশান, এ জন্য যে এখন আমি এই ভার কিভাবে বহন করবো আর এই মহান দায়িত্ব কিভাবে আঞ্জাম দিব? এই পেরেশানি আর চিন্তা নিয়ে রাসুল সা. শুয়ে ছিলেন অথবা আরাম বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় আল্লাহ তায়ালা বললেন, জনাব ! এখন আপনার আরাম করবার সময় শেষ, এখন আপনার কাঁধে এক আযিমুশশান কাজের বোঝা। উঠুন আর এখন একটু মেহনত চেষ্টা সাধনা করুন। এর পর বলা হলো ঃ

রাতের বেলা নামাযে দাঁড়িয়ে থাক, তবে কিছু কম। অর্ধেক রাত বা তার থেকেও কিছুটা কম করে নাও। অথবা তার থেকে একটু বাড়িয়ে নাও। আর থেমে থেমে তারতীলের সাথে কুরআন পড়। নিশ্চয়ই আমরা অতি শীঘ্রই খুব গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় নাজিল করবো।

'অর্ধেক রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাক' কথাটির অর্থ তাহাজ্জুদের নামায। রাসূলুল্লাহ সা.-কে এটা বলা হলো, যে মহাভার বা মহান দায়িত্বের বোঝা আপনার কাঁধে তুলে দেয়া হয়েছে। তা সামাল দিতে আপনার যে ধরনের শক্তিসামর্থ্য দরকার হবে সেটা রাতের নামায তাহাজ্জুদের মাধ্যমে অর্জিত হবে। এটা সে বস্তু যা আপনাকে তৈরি করবে। এ জন্যই নির্দেশ দেয়া হলো অর্ধেক রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকুন অথবা এর চেয়ে কিছু কম কিংবা আধ রাতের চাইতে কিছু বেশি।

রাসুলুল্লাহ সা. যতক্ষণ পর্যন্ত শারিরিক শক্তি সামার্থ্যের অধিকারী ছিলেন ততদিন পর্যন্ত তাহাজ্জুদ নামায বিরতিহীন ভাবে পড়ে যেতেন আট রাকআত পর্যন্ত। এর মাঝে তিনি বসতেন না। আট রাকআত শেষে তাশাহুদ পড়তে বসতেন। তাশাহুদ পড়বার পর তিনি আবার দাঁড়িয়ে যেতেন এবং এক রাকআত পড়ে বসতেন, সে বৈঠকেই তাশাহুদ, দরূদ পড়ে সালাম ফিরাতেন। অতঃপর আরও দু'রাকাআত নামায পড়তেন। এভাবেই তিনি

www.pathagar.com

তাহজ্জুদের এগার রাকাআত নামায আদায় করতেন। রাসূল সা.-এর প্রত্যেক রাকআত লম্বা ও দীর্ঘায়িত হতো, কারণ আপনাকে তারতীলের পাঠ প্রদান করা হয়েছিল।

তারতীলের অর্থ হলো ধীরে ধীরে কুরআন মজিদের এক একটি আয়াত যেন রাসুল সা. অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা আর গবেষণার সাথে তেলাওয়াত করেন। উপমা স্বরূপ বলা যায় যে, যখন কোন আযাবের আয়াত এসে পড়ত তখন রাসুল সা. সেখানে থেমে যেতেন। আর আল্লাহর কাছে ইসতেগফার ক্ষমা চেয়ে রহমত কামনা করতেন, রহমত করবার দরখাস্ত দিতেন। আবার কখনও চিন্তা ভাবনা আর চেতনা জাগ্রত করবার আয়াত এসে পড়ল, তিনি তখন থেমে যেতেন, চিন্তা করতেন, ভাবতেন। এসব ঘটতো রাতের নামাযে। তাই রাসুল সা. যে পদ্ধতিতে কুরআন তেলাওয়াত করতেন তা আমাদের আজকালের তেলাওয়াতের মত হতো না, যেমন আমরা দ্রুত পঠনের মত পড়ে যাচ্ছি। বরং রাসুল সা. থেমে থেমে, এক একটি আয়াতের উপর এক একটি শব্দের উপর চিন্তা করতেন, ভাবতেন আর পড়তেন। এটা যেন এমন একটি বিষয় বা প্রশ্নপত্র সামনে আসল আর সে অনুযায়ী তার উত্তর পত্রের বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে। আর এভাবেই রাসুলের সা. এগার রাকআত নামায আদায় করতে কয়েক ঘণ্টা সময় পার হয়ে যেত। পরবর্তীতে যখন রাসুলের সা. শারীরিক শক্তি কিছুটা কমে আসল মানে যখন রাসুল সা. বার্ধক্যে এসে পৌছলেন তখন তিনি নয় রাকআত করে পড়া শূরু করলেন।

এখানে এ হেদায়েত দেয়া হলো যে আপনি নামায থেমে থেমে পড়ুন, অর্ধেক রাত নামায পড়ুন বা অর্ধেক রাত হতে কিছু কম কিংবা কিছু বেশি। আর কুরআন মজিদ তারতীলের সাথে পড়ুন, মানে একটি একটি করে শব্দের অক্ষর উচ্চারণ করে আদায় করুন। উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সা. এত ধীরে ধীরে কুরআন তেলাওয়াত করতেন যে কেউ চাইলে শুনে শুনে একটি করে হরফ গুণতে পারতো রাসুল সা. এতটা ধীরে ধীরে পড়তেন। বলা হয়েছে এক বিশাল মহাভারী কালামের

www.pathagar.com

বোঝা আপনার উপর অর্পণ করা হয়েছে। এই বোঝা বহন করতে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আর এ জন্য আপনি রাতের বেলা তাহাজ্জুদের নামায পড়ুন।

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا *

নিশ্চয়ই আমি অতি শিঘ্র তোমার উপর একটি গুরুভার বাণী অবতীর্ণ করব। আয়াত ঃ ৫

এখন এ মহাভারী কালাম এমন ছিল যে, তা যখন রাসূলুল্লাহ সা.-এর উপর নাযিল করা হতো সে অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে নবী করীম সা. বলেন, আমার অবস্থা এমন হতো যেন আমার জান চলে যাবে। একজন সাহাবী রা. বর্ণনা করেন, একদিন রাসূল সা. আমার জানুর উপর জানু রাখা অবস্থায় বসেছিলেন এ অবস্থায় নুযুলে অহী শুরু হলো, আমার মনে হলো যেন আমার জানু ভেঙ্গে চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।

অপর এক রেওয়ায়েতে এসেছে রাসুল সা. একদা এক উটনীর উপর সওয়ার ছিলেন। এই অবস্থায় নবী করীম সা. এর উপর কুরআন মজিদ নাযিল হওয়া শুরু হলে উটনী ভার বহন করতে না পেরে বসে পড়ল আর তড়পাতে থাকল। এ জন্যই বলা হলো এই ভারী কালাম যা আপনার উপর নাযিল করা হচ্ছে তা সহ্য করবার জন্য এমন রুহানী শক্তি সৃষ্টি হওয়া দরকার যা তাহাজ্জুদের দ্বারাই পয়দা হবে।

ভারী কালাম বা দুর্বহ বাণী। এ দূর্বহ বাণী এই দৃষ্টিকোণ থেকে ও যে এটা এমন এক কালাম ছিল যা নাযিল হবার সাথে সাথে সারা বিশ্বের সাথে নবীর সা. লড়াই শুরু হয়ে গেল আর বিশ্ব এক পায়ে শত্রুতা করতে এগিয়ে আসল। রাসুল সা. কুরআন নাযিলের সূচনালগ্ন থেকে দুনিয়া ত্যাগ করা পর্যন্ত জীবনভর এক লাইফটাইম সংগ্রাম সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। আশে পাশের সমস্ত শক্তি একের পর এক তাঁর উপর হামলে পড়েছিল। যেন এই দুর্বহ কালাম নিজের সঙ্গে করেই দুর্বহ বোঝা বহন করবার দায়িত্বও নিয়ে এসেছিল। এই দায়িত্বের বোঝা বহন পালনের জন্য বা সামাল দেবার জন্য যে শক্তি সামর্থ্য দরকার তা অর্জন করবার জন্য তাহাজ্জুদ পড়বার তাগিদ করা

www.pathagar.com

হলো। এখন আরও বিস্তারিত বলা হচ্ছে এই তাহাজ্জুদের নামায তোমারই জন্য এত জরুরী কেন?

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا *

প্রকৃতপক্ষে রাতের বেলা শয্যা ত্যাগ করে উঠা আত্মসংযমের জন্য খুব বেশি কার্যকর ও কুরআন যথাযথভাবে পড়বার জন্য যথার্থ। আয়াত : ৬

দিল ও জবান মানে মন ও জিহ্বার মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টির জন্য রাতের বেলা উঠে পড়া খুব বেশি কার্যকর। এ জন্য যে মানুষ নিজের নিন্দ্রা ভঙ্গ করে রাতের আঁধারে শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়ে সে তো নিজেরই ভুবনে জেগে উঠে, ওখানে ওকে কেউ দেখে না, কেউ তার সাড়া শব্দ পায় না। সে সময় যে উঠে নামায আদায় করে দীর্ঘক্ষণ ধরে ধীরে ধীরে নিজ রবের সাথে স্রষ্টার সাথে হৃদয়ের আকুতি, কাকুতি মিনতি করে, এ তো আন্তরিক নিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব নয়। যতদিন পর্যন্ত ব্যক্তি পুরোপুরি মুখলিস না হবে, যতদিন এক আল্লাহতায়ালার সাথে তার দারুন আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত না হবে ততদিন বা ততক্ষণ পর্যন্ত এ কাজ সম্ভব নয়। মানুষ জামায়াতের সাথে নামায পড়ার কিংবা পাঞ্জেগানা নামাযে রিয়াকারী করতে পারে। এসব প্রদর্শনীর খাতিরেও করতে পারে এ গরজে যেন লোকে মোরে নামাযী বলে, যেন আমি সৎ লোকদের মধ্যকার একজন বলে প্রচাররিত হই অথবা এ আমলের ফলে যাতে মানুষের কাছে আমার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তাহাজ্জুদের নামাযে, যে নামায রাতের বেলা নিন্দ্রা ভঙ্গ করে উঠে পড়া হবে তা পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ছাড়া সম্ভব নয়।

এ জন্যই বলা হয়েছে রাতের বেলা উঠে পড়া মানুষের মন ও জিহ্বার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য, দুটোর মিলের জন্য খুব বেশি কার্যকর। এ সময় অন্দর বাহির সব একাকার হয়ে যায়। যদি একজন মানুষ এই আমল করে পরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর রাস্তায় মানবমন্ডলীকে দাওয়াত দেয়, তাহলে অবশ্যই তার এই আহ্বান ডাক আন্তরিক ভিত্তির উপরই হবে। কারণ সে প্রতিদিন আন্তরিকতা বা ইখলাসের ট্রেনিং নিচ্ছে। যদি আল্লাহর সাথে তার

www.pathagar.com

এই সম্পর্ক আন্তরিকতাপূর্ণ না হয় তাহলে সে রাতে জেগে উঠবে কেমনে? রাতের বেলা উঠে সে আল্লাহতায়ালার সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ মহব্বতের সম্পর্ক প্রতিদিন তাজা টাটকা করতে থাকে। এ জন্য একথা বা ধারণার কোন অবকাশ থাকে না যে সে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকতে গিয়ে প্রদর্শনী করবে কিংবা রিয়া করে নিজের ব্যক্তিক স্বার্থ হাসিল বা দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য সফল করবে। বা দুনিয়াবী কিছু পাবার চেষ্টা করবে। এভাবেই মানুষের ভিতরের বাইরের এক হবার এক চলমান প্রক্রিয়া চলতে তাকে। তার কথায় আর কাজে অভিন্নতা পয়দা হতে থাকে। তার নিয়ত বিশুদ্ধ থেকে বিশুদ্ধতর হতে থাকে। অন্যকথায় এ অবস্থায় যে ব্যক্তি দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ করবে সে পূর্ণ আস্থা ও অবিচল আত্মবিশ্বাসের সাথে করবে। এ ব্যক্তির মাঝে অত্যন্ত উচ্চমানের আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়ে যাবে, যে রাতের আঁধারে উঠে গিয়ে খোদ নিজেকে ইখলাসের প্রশিক্ষণ দেয়।

اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلاً *

দিনের বেলায় তো তোমার খুব বেশি ব্যস্ততা থাকে। আয়াত ঃ ৭

এটা ঠিক যে তুমি দিনের বেলায় এ ধরনের নির্জন নামাযের সুযোগ পাবে, এটা সম্ভব মানুষ এটা করতে পারে। সে নিজ হুজরার যে সমস্ত দরজা, জানালা বন্ধ করে নির্জন আধারী পরিবেশ তৈরি করে নামায পড়তে থাকবে। কিন্তু এখানে আল্লাহ বলছেন, দিনের বেলায়, তোমার অন্যরকম কাজের ব্যস্ততা বেশি, যাতে দিনটাই শেষ হয়ে যায়। এ ব্যস্ততম কাজ হলো দাওয়াতের, তাবলীগের আর আল্লাহর পথে ডাকবার। সুতরাং তুমি রাতের বেলা ট্রেনিং নাও আর দিনের বেলা কাজ কর। দিনের সময়টাকে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকবার কাজে লাগিয়ে দাও। তোমার দিনের সময় ট্রেনিং এর জন্য নির্ধারিত নয়।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً *

তোমার রবের নামের যিকির করতে থাক আর সবকিছু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল তারই জন্য হয়ে যাও। আয়াত ঃ ৮

www.pathagar.com

সবকিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে একেবারে বিসর্জন দিয়ে একমুখী হয়ে যাওয়াকে আরবী ভাষায় তাবাত্তুল বলে। হযরত ফাতেমা রা. এর নামে এ জন্যই 'বাতুল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এই দাঁড়াল নিজের সকল সম্পর্ক সম্বন্ধ ছিন্ন করে এক আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক জুড়ে নাও। এরপর সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক হবে তবে তা আল্লাহর ওয়াস্তে হবে আল্লাহরই জন্য হবে। সরাসরি কোন সম্পর্ক হবে না। জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গীনীর সাথে সম্পর্ক হলে তা হবে আল্লাহর জন্য, সন্তানসন্ততির সাথে ভালবাসা সেও আল্লাহর জন্য, বন্ধুবান্ধবদের সাথে সম্পর্ক তাও আল্লাহর জন্য এমনকি শত্রুদের সাথে সম্পর্ক সেও সেই আল্লাহরই জন্য। যদি ভালবাসা সৃষ্টি হয় তো আল্লাহর জন্য আর শত্রুতা হলেও আল্লাহরই জন্য। কোন ধরনের কোন প্রকারের কোন ব্যক্তিগত সংকীর্ণতা মলিনতা হতে মুক্ত এ সম্পর্কে। এটাই হলো তাবাত্তুল এর অর্থ।

এর অর্থ আবার এ নয় যে মানুষ সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে বৈরাগী হয়ে যাবে। তাবাত্তুল ঐ বস্তুর নাম নয় যে মানুষ সংসার ত্যাগ করে বনবাসে গিয়ে সন্নাসী হবে অথবা পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে চড়ে বসবে। তাবাত্তুল এর মানে হলো মানুষ এই সমাজেই অবস্থান করবে, এ সমাজেরই লোকদের মাঝে অবস্থান করে কাজ করে যাবে, নিজের রুজী-রোজগার করবে, তামাম দুনিয়াবী সম্পর্ক রেখে চলবে, আর এই সব সম্পর্ক সঙ্গে সাথে করেই স্রষ্টার প্রশ্নে সব সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক লা শরীক আল্লাহর হয়ে যাবে। মানুষের জন্য এটা অনেক বড় কাজ। দুনিয়া ত্যাগ করে পার্থিব জগত থেকে বিমুখ হয়ে বনবাসে গিয়ে বসা সহজ। কিন্তু সমাজে অবস্থান করে, মানুষের মাঝে বসে তাবাত্তুল করা এক আযিমুশশান কাজ। এ সবার সাধ্যের সাথে সদৃশ্য সম্ভব ও সমীচিন নয়। সবাই এটা পারে না। আর এই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের শিক্ষায় নেই।

অন্যান্য ধর্ম যা কিছু শিখিয়েছে তার নির্যাস হল যদি খোদাকে পেতে চাও তাহলে সৃষ্টির সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ক শেষ করে দিয়ে পাহাড়ে পর্বতে গিরিগুহায় গিয়ে বসে পড়। কোন গহীন জঙ্গলে গিয়ে বনবাসে বসে তপস্যা

www.pathagar.com

করো। ইসলাম শিখিয়েছে না না, তোমার কাজ বনে বসবাস নয়, বরং তোমাদের সমাজের মধ্যে মানুষেরই মাঝে হবে তোমার আবাস। তোমার কাজ যে মানুষের মাঝে। তুমি এখানে মানুষের সাথে সমস্ত সম্পর্ক বজায় রেখে সকল প্রকার কার্যক্রম চালাতে পার, যেভাবে একজন দুনিয়াদার সাধারণত করে থাকে। এ জন্য এসবের মাঝে বসেই তাবাত্তুল করো, এদের মাঝে বসেই এদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর হয়ে যাও।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا *

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের তথা উদয়ালোক থেকে অস্তলোকের মালিক। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। কাজেই তাকে নিজের উকিল বানিয়ে নাও।

আয়াত ঃ ৯

উকিল কাকে বলে? উকিল তো সে লোককেই বলা হয় যার উপর আস্থার সাথে নিজের মামলা মোকদ্দমা লড়ার জন্য দায়িত্ব সোর্পদ করা হয়। আমরা নিজস্ব ভাষাতেও উকিল ঐ লোকটিকে বলি যার উপর নির্ভর করে আমরা মনের মধ্যে এই আস্থা অর্জন করি যে, সে আমার মামলা আমার হয়ে নিজেই লড়বে। নিজস্ব মোকদ্দমা তার হাওলায় ছেড়ে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যান, যে মুসীবত মাথার উপর এসেছিল তা দূর হয়েছে। এখানে এই অর্থেই উকিল শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। মানে আল্লাহ তায়ালাকে তোমার উকিল বানিয়ে নাও। কারণ যখন তুমি এত বড় লড়াই দুনিয়াতে শুরু করে দিয়েছো, শিরকের বিরুদ্ধে প্রচার প্রপাগাণ্ডা পুরোদমে চালাচ্ছো, সমস্ত মাবুদকে অস্বীকার করে তুমি বাতিল করে দিয়েছো, সকল প্রকার জাহেলী রসম রেওয়াজ, রীতিনীতির তুমি বিরোধিতা করো, সর্বোপরি এ দুনিয়াতে খোদায়ী বিধানের যে সকল বিরোধীরা আছে তাদের সবার বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধ ঘোষণা করেছো। এসব যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিবার পর যদি তুমি নিজের আপন শক্তির উপর নির্ভর করো তাহলে এর চেয়ে বড় নাদানি আর হয় না। মানুষ লড়াই তো করবে বিশ্বশক্তির সাথে অথচ ভরসা করবে শুধু নিজের একার শক্তিতে। একইভাবে যদি অন্য কোন মানবীয় শক্তিতে নির্ভর করে বা কোন

www.pathagar.com

বান্দার শক্তিতে আস্থা রেখে কেহ এ লড়াই শুরু করে তাহলেও ভুল করবে। এটা এজন্যই যে এমন কোন শক্তি নেই আর নেই এমন কোন ক্ষমাধর ব্যক্তি যে মানুষকে একই সাথে যুগপৎ অসংখ্য ক্ষেত্রে সাহায্য দিবে। কারণ এ লড়াই আকিদা বিশ্বাসের ময়দানে, আমলের ময়দানে, সমাজ সংস্কৃতি পরিবার, রাজনীতি অর্থনীতি, কূটনীতি সকল ক্ষেত্রে। একই সাথে চলেছে চলছে চলবে-কোন মানবীয় শক্তি এতগুলো ক্ষেত্রে সাহায্য করে সাফল্য এনে দিতে পারবে না। কোন দল বা শক্তি এমন আছে যে দুনিয়াব্যাপী এ যুদ্ধে তার সঙ্গ দিবে আর সঙ্গে থেকে মোকাবিলা করবে। এ কারণে বলা হয়েছে যে সত্তা 'রাব্বুল মাশরিকে ওয়াল মাগরিব' যে ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাকে নিজের উকিল বানাও। অতপর এই দ্বন্দ্ব সংগ্রাম চেষ্টা সাধনা শুরু করো, আর তার উপর ভরসা করো যিনি তোমার সৃষ্টিকর্তা।

রাসুলুল্লাহ সা. যখন দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন, তখন তিনি একা ছিলেন। সমগ্র বিশ্বব্যাপী এ কাজ মাত্র একজনের আহ্বান থেকেই সূচিত হয়। একজন খোদার বান্দা সমগ্র বিশ্ববাসীর মোকাবিলায় প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আর সে একথাটির উপর দৃঢ়পদ হয়ে গেল যে, কেউ না মানলেও আমি এ কাজ করবো, আর কেউ সঙ্গ না দিলেও আমি এগিয়ে যাবো। যে কোন অবস্থায় যে কোনভাবেই হোক না কেন আমাকে এ কাজ করতে হবে। এ হিম্মত একজন মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হতেই পারে না যদি না আল্লাহর উপর তার প্রচন্ড আস্থা ও বিশ্বাস থাকে। নিজস্ব শক্তি সামর্থ্যেরে উপর ভিত্তি করে মানুষ এ কাজ করতে পারে না কোন বান্দার কোন মানুষের কিংবা অন্য কোন শক্তির জোরে এই কাজ হতে পারে না। এ জন্যই বলা হয়েছে যিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক তারই উপর ভরসা করো। আস্থা রাখ মাগরিব আর মাশরিকের অধিপতির প্রতি।

মাশরিক আর মাগরিব মানে শুধুমাত্র পূর্ব আর পশ্চিম নয়। যখন আমরা পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক বলি বা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বা উদয় অস্তালোকের মালিকের কথা বলি তখন আমরা মুলত সমগ্র দুনিয়ার মালিকের কথাই বলি। কারণ সমগ্র পৃথিবী পূর্ব আর পশ্চিমের মাঝেই অবস্থিত। অতএব যিনি

www.pathagar.com

সমগ্র পৃথিবীর মালিক ও যেই সত্তা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই তারই উপর ভরসা করা উচিত।

যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই কথাটির মানে শুধু মাত্র এই নয় যে, তিনি ছাড়া ভক্তি-শ্রদ্ধা আর বিনয় লাভের যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কেউ নেই। অবশ্য একথাও স্পষ্ট যে তিনি ছাড়া ভক্তি শ্রদ্ধা আর উপাসনা পাবার যোগ্যতাসম্পন্ন কেউ না থাকার অর্থ হলো কারো হাতে কোন এখতিয়ার বা ক্ষমতা নেই। তিনিই সকল ক্ষমতার উৎস। মানুষ কোনদিন এত বোকা ছিল না যে এমন কোন সত্তার উপাসনা করবে বা ভক্তি-শ্রদ্ধা বিনয় প্রদর্শন করবে এমন একজনকে যার ব্যাপারে সে জানেই না তার ক্ষমতা কতটুকু। আবার মানুষ এতটা নির্বোধ নয় যে না বুঝে শুনে এমন এক সত্তার উপাসনা করবে যার ক্ষমতা শক্তি এখতিয়ার কিছু নেই। যদি কোন মানুষ এতটুকু বুঝতে সক্ষম হয় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমতায় কিছুই নেই তাহলে সে তার অর্চনা কোনদিন করতো না বা করবে না। যদি কোন ব্যক্তি কারো ব্যাপারে এটা বুঝে ফেলে যে আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে, কোন নিরাময়কারী নেই, আমার সন্তান না হলে কেউ আমাকে সন্তান দিতে পারবে না, আর আমার রুটি-রুজির সংস্থান না থাকলে আমার পেট ভরাতে পারবে না তাহলে মানুষ তার অর্চনা করতে যাবে কোন দুঃখে। উপাসনা-অর্চনা ইবাদত আর ভক্তি-শ্রদ্ধা, বিনয় প্রকাশে বিনীত মন নিয়ে মানুষ তখন এগিয়ে যাবে যখন এতটুকু বুঝতে সক্ষম হবে যে, আমি রোগী হয়ে পড়লে আরোগ্য দান করেন তিনি, আমি অভুক্ত থাকলে রিযিক দেন তিনি, আমার রুটি-রুজির ব্যবস্থা করে দেন তিনি, আমি নিঃসন্তান হলে আমার কোল আলোকিত করে সন্তান দান করেন কেবল তিনিই, এ দুনিয়াতে আমাকে সাফল্য এনে দেন তিনি আর ঐ আখেরাতে আগুনের আযাব থেকে মুক্তি দিবেন শুধু তিনি। এই জন্যই বলা হয়েছে তিনি ছাড়া কারো হাতে কিছু নেই। কারো হাতে কোন এখতিয়ার নেই, ক্ষমতা নেই, শক্তি নেই। তিনি ব্যতীত। যেহেতু যাবতীয় এখতিয়ার ক্ষমতা শাসনদন্ডের মালিক তিনি, উদয়অস্তলোক তথা মাশরিকের আর মাগরিবের মালিক তিনি, সেহেতু তাঁকে নিজের উকিল বানাও। নিজের সমস্ত মামলা

www.pathagar.com

বিষয় সমস্যা সম্পর্ক সম্পদ অবলম্বন তাঁর হাতে সোর্পদ করে দাও।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا *

আর লোকেরা যেসব কথাবার্তা রচনা করে বেড়াচ্ছে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করো আর সৌজন্য ও ভদ্রতার সাথে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও। আয়াত ঃ ১০

"হাজরে জামাল" এর একটি রূপ তো এমন যে কেউ আপনাকে গালি দিল আর আপনি মনে মনে নিজেকে অসহায় ভাবলেন, দুর্বলতার কারণে কি আর মোকাবিলা করবো এই চিন্তা করে দুঃখ ভারাক্রান্ত হলেন, আর মনে মনে রোদন করে থেমে গেলেন, ঘরে গিয়ে বসে পড়লেন। এর নাম 'হাজরে জামাল' নয় এর নাম হলো অসহায়ত্ব। 'হাজরে জামালের' প্রকৃত অর্থ হলো একজন মানুষ এতটাই শরীফ এমনই এক ভদ্রলোক যে যদি কেউ তাকে গালিগালাজ করে, তাহলে সে এই গালির বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে এই অকথ্য ভাষার অশ্রাব্য কথাবার্তা শুনবার পরও মনের মুকুরে এমনই এক আন্তরিক নিয়ত রাখবে যে সুযোগ পাওয়া মাত্র ফার্ষ্ট চান্সেই এর সংশোধন ও পরিশুদ্ধির চেষ্টা করবো। এখন সে গোস্যা করছে, এখন সে রাগান্বিত, এখন ওর সাথে কথা বলা উচিত হবে না আর প্রয়োজন ও নেই, সময় আবার আসবে সুযোগ এলে তার পরিশুদ্ধির চেষ্টা করবো। এই উদ্দেশ্যে সেই রাগী মানুষটিকে সেই রাগান্বিত অবস্থায় ছেড়ে দেবার নামই 'হাজরে জামিল।' সেই গোস্যাকারী রাগী বনী আদমটির ব্যাপারে মনের মধ্যে সামান্যতম মলিনতারও স্থান দেয়া যাবে না এবং তার বিরুদ্ধে কোন রাগ, অভিমান কিংবা সমান্যতম ঘৃণাও পয়দা হতে পারবে না। আপনি বিষয়টি এভাবে মনে করবেন যেন সে একজন রোগী রোগব্যাধির যন্ত্রণায় আর রাগে জ্বলে পুড়ে বেদিশা অবস্থায় আমাকে গালি গালাজ করেছে। বিশ্বাস করুন কেউ রোগাক্রান্ত হলো আর রোগী অবস্থায় কঠিন যন্ত্রণার মধ্যে যদি ডাক্তারকে গালি দেয় তাহলে নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধিমান ডাক্তার রাগ হবেন না আর তার মধ্যে রোগীর ব্যাপারে কোন ঘৃণাও পয়দা হবে না। সেই বুদ্ধিমান

www.pathagar.com

চিকিৎসক এটা মোটেও চিন্তা করবেন না যে বেচারা কমবখত আমাকে গালি দিয়েছে, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। সুযোগ পেলেই ওকে একটি বিষ ভরা ইনজেকশন দিয়ে শেষ করে দিবে। একজন চিকিৎসকের মনে কোনদিন এই খেয়াল আসবে না। বরং সে চিন্তা করবে বেচারা বড়ই কষ্টে আছে এ জন্যই তো এমন করছে তার আরও উন্নত চিকিৎসা ও উত্তম সেবা যত্নের প্রয়োজন। ডাক্তার রোগীর বেদনা যাতনা রোগ দূর করতে চিন্তিত হয়ে পড়বে। সুতরাং 'হাজরে জামাল' এর মানে হলো মানুষের মনে যেন কোন ধরনের রাগভাব উৎপন্ন না হয়। বরং রাগের পরিবর্তে সে পরম ভদ্রতা ও চরম হিতাকাঙ্খার ভিত্তিতে ঐসব ক্লেদ মলিনতাকে কোন সুযোগই দিবে না।

'আর লোকেরা যে সব কথার্বাতা রচনা করে বেড়াচ্ছে, সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ কর।" এই বাক্যাংশ নিজেই বলে দিচ্ছে এটা নবুওতী জীবনের কোন অধ্যায়ে নাযিল হয়েছিল। এটা সেই সময়ের কথা যখন হুজুর সা. এর উপর আলোচনা সমালোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কুরআন মজিদের নাযিলের সময়কাল বোঝার জন্য বা বোঝানোর জন্য খোদ কুরআনের অভ্যন্তরেই এমন কোন না সাক্ষ্য প্রমাণ বিদ্যমান থাকে যা বলে দেয় নাযিল হবার সময়ের কথা। এখানে এই আয়াতাংশ খোদ বলছে এ আয়াত সে সময় নাযিল হয়েছিল যখন রাসূল সা. এর প্রতি নানা বাক্যবাণ কথাবার্তা, আলোচনা, নিন্দা-সমালোচনা চর্তুমুখী ঝড়ঝাপটা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কেউ গালিগালাজ করছিল, কেউ ওজর আপত্তি উত্থাপন করছিলেন, কেউ অভিযোগ আরোপ করছিল, কেউ বা মিথ্যা, বানোয়াট উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভিত্তিহীন দোষারোপ করে চলেছিল, কেউ নানা কায়দায় নিত্য নতুন কৌশলে নবীর সা. বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মন-মগজে শয়তানি ওসওসা দিচ্ছিল আবার কেউ বা নানা পদের দু'চারটি গল্প বানিয়ে সেগুলো এনে লেজুড় দিয়ে জুড়ে জনসমাজকে ভুলধারণা দিয়ে বিভ্রান্ত করবার অবিরাম চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। এ জন্যই বলা হয়, "ওয়াসবির আ'লা মা ইয়াকুলুন-আর তারা যেসব কথাবার্তা রচনা করে বেড়াচ্ছে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করো।"

সবর বা ধৈর্যের মানে এটা নয় যে সবকিছু বাদ দিয়ে ঘরের কোণে গিয়ে

www.pathagar.com

বসে পড়। সবর মানে হলো তোমার যে কাজ বা দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়েছে। তা পালন করতে থাক, যে জন্যে ওরা এতসব কথা বলছে। কিন্তু তার সাথে ঝগড়া বিবাদ শুরু করে দিও না। কারো উস্কানিতে ক্ষিপ্ত হয়ো না। যে গালিগালাজ, অভিযোগ, উস্কানি, অপবাদ তারা দিচ্ছে তাতে কোন পাত্তাই দিয়ো না বা দেখে না দেখার ভান করো আর নিজের আসল কাজ করে যাও। সবরের মানে শুধুমাত্র বরদাশত করে নেয়াই নয়। সবরের বৃহত্তর মানে হলো যে কাজ আপনার করবার মানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে থাকুন। অনবরত, থেমে যাবেন না। সবরের শেষ অর্থ হলো এ কাজে দৃঢ়পদ হয়ে থাকা। অর্থাৎ এ দায়িত্ব আঁকড়ে ধরুণ, এ কাজে নিবিড়ভাবে দৃঢ়পদ হয়ে যান আর ঐসব কথাবার্তা আর অপবাদ বরদাশত করুন, যা ওরা আপনাকে দিচ্ছে।

এখানে আবার আপনারা দেখবেন তাহাজ্জুদের নামাযের দ্বারা নবী পাকের সা. ট্রেনিংয়ের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। কামেল ইখলাস পয়দা করার মাধ্যমে কথার মধ্যে কাজের মিল, যাতে মানুষের অন্তর অবয়ব সব এক হয়ে যায়। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কৌশল বা উপযোগিতা বলা হয়েছিল আপনার উপর যে ভারী বোঝা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, যে মহাভারী কালামের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে তা বহন করবার, সামাল দেবার শক্তি সামর্থ্য, যোগ্যতা আপনার মধ্যে তৈরি হবে। তৃতীয় জরুরী যে উপযোগিতা ছিল তা এই যে, আপনার উপর যে অভিযোগ অপবাদ অভিযোগ অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে তা সইতে হলে 'সবরে জামিল' মানে উত্তম ধৈর্যের গুণে গুণান্বিত হতে হবে আর এ গুণাবলী আপনার মধ্যে সৃষ্টি করবে তাহাজ্জুদের নামায।

তাহাজ্জুদের নামায তোমার অন্তরে সেই যোগ্যতা সেই সাহস, সেই হিম্মত শক্তি সৃষ্টি করবে যার ফলে তোমাকে গালি দেয়া হবে, অপবাদ দেয়া হতে থাকবে, কিন্তু তুমি ধৈর্যের সাথে তোমার কাজ করে যেতে থাকবে যার দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করা হয়েছে। মনের মাঝে কোন মলিনতা আসে না, অন্তরে কোন ক্রোধ নেই, চেতনায় কোন ঘৃণাভাব জন্মে না, আর

www.pathagar.com

এভাবেই মানুষ অবিরাম অবিরত মানবতার আত্মশোধনের মহান কাজ অনবরত করে যেতে থাকে। এই শক্তি এছাড়া উৎপন্ন হতেই পারে না যে পর্যন্ত না মানুষ ইখলাস ইলাল্লাহ আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা ও ইখলাস ফি দ্বীন 'দ্বীনের জন্য আন্তরিকতা' নিজের মধ্যে গড়ে না তুলবে। আর এসব গুণাবলীও তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়ে বেড়ে উঠে।

وذرنى والمكذبين اولى النعمة ومهلهم قليلا *

এসব মিথ্যা আরোপকারী স্বচ্ছল লোকদের সাথে বোঝাপড়ার কাজটি তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও, আর এ লোকদের কিছু সময়ের জন্য এ অবস্থাতেই থাকতে দাও। আয়াত ঃ ১১

এর অর্থ হলো এদের বিষয়ে মামলা আমার হাতে সোপর্দ করে দাও। আমি এদের দেখে নিব। বলা হচ্ছে তাকে উকিল বানিয়ে নাও, আরও বলা হয়েছে তুমি উত্তম ধৈর্যধারণ করো, আর ওদের কথাবার্তা যা বলার বলতে দাও। অতপর বলা হলো, এদের ছেড়ে দাও। আমি এদের দেখে নিব। ওদের মামলা আমার হাতে ন্যস্ত করে দাও। অর্থাৎ বলা হলো, তুমি আমার উপর ভরসা করে নিজের কাজ অবিচল ভাবে করতে থাক আর বিশ্বাস রাখো। ওদের সাথে আমি বোঝাপড়া করে নিব। এব্যাপারে তোমার চিন্তিত হবার একটুও প্রয়োজন নেই। অস্বীকার কারী ও মিথ্যারোপকারীদের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হলো, তারা এমন লোক যাদের আমরা নেয়ামত দিয়ে ধন্য করেছি। উচিত ছিল এ নেয়ামত পেয়ে তাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতার ভাব সৃষ্টি হতো এবং তারা তাদের আনুগত্যের মস্তক আল্লাহর দিকে ঝুকিয়ে দিত। তা না হয়ে হলো উল্টো, তাদের মাথাই খারাপ হয়ে গেল, নেয়ামতের কথা তারা ভুলে গেল, এরপর তারা নিমক হারামে পরিণত হলো, অতঃপর নিজেদের রবের মোকাবিলা করতে জোট বেধে দাড়াল। অতএব এ ধরনের স্বচ্ছল লোক যারা নেয়ামত পেয়ে ধন্য হয়েছে এবং এ নেয়ামতের অস্বীকারকারীতে পরিণত হয়েছে, তাদের ভার আমাকে ছেড়ে দাও, আমি ওদের দেখে নেব।

www.pathagar.com

কিছু সময়ের জন্য এ অবস্থাতেই থাকতে দাও বলার অর্থ এটা নয় যে নিজের কাছ থেকে একটু সময় দাও বা একটা টাইম ফ্রেম বেঁধে দাও। বরং এটা বলার অর্থ হলো একটু অপেক্ষা করো, দেখ আমরা ওদের সাথে কি ধরনের আচরণ করি। এর দ্বিতীয় অর্থ হলো বেশি বেচাইন পেরেশান হয়ে তাড়াহুড়ো করো না এ জন্য যে তাদের অচিরেই সাজা দেয়া হচ্ছে না কেন? বেশিরভাগ সময় মানুষ দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে যখন সে দেখে আল্লাহর অসহায় বান্দাদের উপর একের পর এক জুলুম হয়েই চলেছে, আল্লাহর বান্দাদের খামাখা নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে- শুধু এ জন্য যে, তারা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কাজ করে যাচ্ছে। তাদের ফাঁসির দড়িতে ঝুলানো হচ্ছে, বিনা অপরাধে কারাগারের জিন্দানখানায় বন্দী করা হচ্ছে, বিভিন্নভাবে নানা স্টাইলে মারপিট করা হয়। অথচ জালিমরা বহাল তবিয়তে আছে। এসব দৃশ্য অবলোকন করে উচুমাপের নেক্কার মানুষ অনেক বেশি খোদাপরস্ত আর পরম ধৈর্যশীল ব্যক্তিটিও আৎকে উঠেন হতভম্ব হয়ে যান, অবচেতন মনের আহ শব্দ বেরিয়ে আসে, হে আল্লাহ। এ সব কি হচ্ছে? এমন কেন হচ্ছে? হযরত মূসা আ. পর্যন্ত আল্লাহকে বলেন, হে আল্লাহ! ফেরাউন ক্রমাগত নেয়ামতসমূহ পেয়ে যাচ্ছে, ওর শক্তি ক্ষমতা মদ-মত্ততা বেড়েই চলেছে, ওকে দুনিয়ার যাবতীয় সৌন্দর্য উপকরণ নিরবচ্ছিন্নভাবে দেয়া হচ্ছে অথচ ফেরাউন ভূ-পৃষ্ঠে জুলুমনির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে যেহেতু মানুষ প্রায়শ; বিভ্রান্ত ও অধৈর্য হয়ে পড়ে এ জন্য বলা হলো ঃ 'মাহহিল হুম কালিলা' এদের একটু অবকাশ দাও, বিচলিত হবে না, এ জন্য যে এদের তাড়াতাড়ি শেষ করে দেয়া হচ্ছে না কেন। এদের শেষ করেই দেয়া হোক। এই যে অবকাশ বা সুযোগ আল্লাহ তায়ালা তাদের দেন, এর মধ্যে অসংখ্য মঙ্গল রয়েছে যা কেউ জানে না।

এখন আপনারাই ইসলামের প্রাথমিক যমনার কথা চিন্তা করে দেখুন। যখন রাসুলের রা. উপর নির্যাতনের পর নির্যাতন চালানো হচ্ছিল এবং মিথ্যা প্রচার প্রোপাগান্ডা আর তথ্য সন্ত্রাসের তুফান শুরু হয়েছিল ঠিক তখনই যদি আল্লাহ আযাব দিয়ে দিতেন তাহলে বীরযোদ্ধা খালিদ ইবনে ওয়ালিদ কোথা

www.pathagar.com

থেকে আসতেন? ইসলামের ইতিহাসের সেই সব বড় বড় মুজাহিদীনের আগমন কিভাবে ঘটতো যারা সেই পবিত্র শহরটিতে জন্মেছিলেন? যদি মুসলমানরা সমস্ত জুলুম নির্যাতনের মোকাবিলায় ধৈর্য্য প্রদর্শন না করতেন, বাতিলের মোকাবিলায় দৃঢ়পদ হয়ে না থাকতেন, সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য না করতেন, আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী নিষ্ঠার সাথে পালন না করতেন তাহলে তাদের মধ্যে যে জবরদস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি উৎপন্ন হয়েছিল তা কোথেকে সৃষ্টি হতো। আর কিভাবেই তারা বিশ্বজয়ের মিশনের সূচনা করতেন। এ হিম্মত ও দৃঢ়তা তারা কোথা থেকে পেতেন? এই একইভাবে কাফের মুশরিক শক্তিকে যদি নির্যাতনের সুযোগ দেয়া না হতো আর মুসলমানদের সে নির্যাতনের মুখে ধৈর্য ও সহনশীলতার মহান দৃষ্টান্ত পেশ করবার সুযোগ দেয়া না হতো তাহলে সমগ্র আরব কিভাবে বুঝতে সক্ষম হতো যে এরাই সমগ্র মানবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দল? আর কিভাবেই বা সমগ্র আরব এই ছোট্ট জামায়াতটির সাহায্যে এগিয়ে আসতো? আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য কলাকৌশল আছে তার মধ্যে এও একটি যে তিনি একটি দলকে যারা জালেম এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি কারী তাদের একটু ছাড় দেন, সামান্য আরও কদিনের সুযোগ দেন। কিন্তু এগুলো মানুষ বুঝতে পারেনা। যখন কালস্রোতে এই ঘটনাবলী ঘটতে থাকে তখন মানুষ এটা বুঝতে পারে না যে সামনে অগ্রসর হয়ে ভবিষ্যতে এর ভিতর থেকে কি ধরনের কল্যাণ সাধিত হতে পারে? মানুষ মনে মনে ভাবে যা হচ্ছে এসব তো পাপ আর পাপ সবই মন্দ কর্ম। অথচ মন্দ বা পাপাচার এই পৃথিবীর যেখানেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার পরেই মুক্তি আর কল্যাণের সুর্যোদয়ের অপেক্ষা। মন্দ শুধুই মন্দের জন্য নয়।

ان لدينا انكالا وجحيما * وطعاما ذا غصة وعذابا
اليما * يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا
مهيلا *

আমাদের কাছে এদের জন্য আছে দুর্বহ বেড়ি, দাড়ি করে জ্বলতে থাকা আগুন। গলায় আটকে যাওয়া খাদ্য ও কঠিন পীড়াদায়ক আযাব। এ সব হবে

www.pathagar.com

সেদিন যে দিন গোটা পৃথিবী ও পর্বতমালা কেঁপে উঠবে। আর পাহাড়সমূহের অবস্থা এমন হবে যেন বালুকাস্তুপ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে।

আয়াত ঃ ১২–১৪

অর্থাৎ সেই শাস্তি যার ব্যাপারে আমরা কথা বলছি তা আমাদের এখানে মওজুদ আছে, প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এমন মনে হবে যেমন বালির বাঁধের মত আর তাসের ঘরের মত সব কিছু তছনছ হয়ে যাবে। এ ধরনের প্রেক্ষাপটে কুরআন মজিদ পার্থিব আযাবের উল্লেখ কোথাও করেনি। সমগ্র কুরআনে এমন অসংখ্য স্থান আছে যেখানে অত্যাচারীর নির্যাতন নিষ্পেষণের বিপরীতে ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে আখেরাতে তাদের জন্য আমাদের নিকট এই সব আযাবের ব্যবস্থা বিদ্যমান। কয়েকটি স্থানে পার্থিব আযাবের হুমকি-ধমকি দেয়া হয়েছে, আবার কিছু স্থানে খবরের মতো বলা হয়েছে এদের উপর দুনিয়াতেই আযাব হবে, তবে এ ধরনের উদাহরণ কম। বেশিরভাগ স্থানে উপমা পূর্ববৎ। অর্থাৎ যেখানে এটা বলা হয়েছে যে এই জালিমদের অত্যাচারের মোকাবিলায় ধৈর্যধারণ করো সেখানেই বলা হয়েছে আখেরাতের দিন রোজ কিয়ামতে আমাদের এখানে ওই জালিমদের জন্য সাজার বন্দোবস্ত আছে।

আল্লাহ তায়ালার এ বিচক্ষণ নীতির উপর একটু চিন্তা গবেষণা করুন, এ কথা বলা হলো কেন? একথা এ জন্যই বলা হয়েছে যে, এটা জরুরী অথবা অত্যাবশ্যক নয় যে প্রত্যেকটি জালিমের উপর এ পৃথিবীতেই আযাব আসতে হবে। ইতিহাসও এটা বলে আর মানবীয় অভিজ্ঞতা ও সাক্ষ্য প্রমাণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিটি জালিমের উপর দুনিয়াতে সব সময় আযাব আসতে পারে না। যদি দুনিয়াতে কোন খোদাদ্রোহী জাতির উপর আসমানী আযাব আসেও তাহলে তার আক্রোশে শুধুমাত্র সেই জাতির জীবন্ত সদস্যরাই নিপতিত হবে। আযাব আসবার অল্পপূর্বে বা এক মিনিট পূর্বে ও যে সদস্যটি মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছিল আযাব তো তাকে স্পর্শ করেনি, মানে আযাব তো তার উপর আসেনি। সুতরাং আসল আযাব হলো সেটা যা জালিম খোদদ্রোহীদের রোজ কিয়ামতে দেয়া হবে।

www.pathagar.com

এই বিচক্ষণ নীতির দ্বিতীয় দিক হলো মানুষ যেন এ নিয়ে চিন্তিত হয়ে না পড়ে আর অপেক্ষায় যেন বসে না থাকে যে এ অত্যাচারীর উপর কখন আযাব আসবে। আর মুসলমান যেন এই ভরসায় বসে না থাকে যে এদের উপর তো আযাব আসবেই।

মুসলমানদের যে সবরের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এর মাঝে যে নেকী ও সওয়াব রয়েছে তারও আসল এবং প্রকৃত ফলাফল মিলবে রোজ কিয়ামতে, দুনিয়াতে নয়। এ কজন মুসলমানের মধ্যে এতটুকু ধৈর্য শক্তি থাকা উচিত যে, সে নেকী করতে থাকবে বছরের পর বছর জিন্দেগীভর, চাই সে নেকীর বদলা জীবনব্যাপী ঝুলে থাক, চাই সেই নেকীর বদৌলতে তাকে সারাজীবন নির্যাতন নিষ্পেষণে পর্যুদস্ত হতে হোক, চাই তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে হোক কিংবা অন্য কোন কষ্ট, জুলুম নির্যাতন সর্বাবস্থায় এই বিশ্বাসের উপর সে ধৈর্যশীল থাকবে যে আখেরাতে অবশ্যই এর উত্তম প্রতিদান পাবে। যে পর্যন্ত কোন ব্যক্তি আখেরাত পর্যন্ত সবর করতে নিজেকে তৈরি করে না নিবে সে পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি এই দ্বীনের পথে চলতে পারবে না। একইভাবে অত্যাচারী জালিমদের সাজা দেবার ব্যাপারেও কুরআন মজিদ যে কথাটির নিশ্চিন্ততা ও নিশ্চয়তা প্রদান করে তা হলো তারা এ পার্থিব জীবনে যত ইচ্ছা ফুলে ফেঁপে বড় হোক, ভোগ করুক সবকিছু, কিন্তু রোজ কিয়ামতে তাদের উপর দুর্ভাগ্যের আকাশ ভেঙ্গে পড়বে। অনেক অত্যাচারী এমন আছে যারা মৃত্যু পর্যন্ত তার মধ্যে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস কাজ করে যাচ্ছিল, মরতে মরতে ও যে ডিক্টেটর বনেই থাকল এবং মৃত্যু দম পর্যন্ত সৃষ্টি জীবনের উপর নির্যাতনের স্টীম রোলার চালাতে থাকলো, এই পৃথিবীতে তার কোন বিপদ-আপদ হলো না। কেউ যদি এ পৃথিবীর জীবনকেই সব কিছু মনে করে নিজের দৃষ্টিসীমাকে পার্থিব জীবনের চতুর্সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে নেয় আর আখেরাতের অনন্ত জীবনের ব্যাপারে সন্দিহান হয় তাহলে সে মনে করবে এই বিশ্বের পরিচালন নীতি সম্পূর্ণরূপে জুলুমের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ একজন ব্যক্তি সে জীবনভর পাপাচার মত্ত থাকল মজলুম মানুষর উপর অত্যাচার করল আবার সে কি আরামে মরেও গেল, তার কৃতকর্মের কোন

www.pathagar.com

সাজা, শাস্তি সে এ পৃথিবীতে ভোগই করল না। এ পৃথিবী যে একজন সুবিচারক আল্লাহর রাজত্বের অধীন এ একিন বিশ্বাস সেই ব্যক্তিরই হতে পারে যিনি মনে প্রাণে এ বিশ্বাস এই আস্থা পোষণ করেন যে একজন জালিম পাপী অত্যাচারী যদিও ছলে বলে কালে কৌশলে এ পার্থিব জীবন পার করেও ফেলে তথাপি পরপারে তাকে ঠিকই পাকড়াও করা হবে। তার অনন্ত জীবনে নেমে আসবে দুর্ভাগ্য ও দুর্ভাবনার কাল মেঘ। অতএব, কজন মুসলমানকে এখানে সেই ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া হয়েছে যে সবর দুনিয়াবী জীবনেই পরকালীন জীবন পর্যন্ত অপেক্ষার প্রহর গুণতে পারে। পৃথিবীর জন্য ব্যতিব্যস্ত বেচাইন হয়ো না, এ জন্য যে তুমি এ পার্থিব জীবনেই প্রতিদান পেয়ে যাও। আর জালিম পাপীরাও এ পৃথিবীতেই শাস্তি পেয়ে যায়। আসল রেজাল্ট হবে রোজ কিয়ামতে, সুতরাং অপেক্ষা করো।

www.pathagar.com

ইসলামী সাহিত্য পড়ুন, ইসলামকে
গভীরভাবে জানুন, ইসলামী সাহিত্য
আপনার কাঙ্খিত জনকে
উপহার দিন।

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত কয়েকটি অনন্য গ্রন্থ

তাফসীর ইবনে কাছীর (১-১০ সম্পূর্ণ)	৩,০০০/-	:	হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (রহ)
তাফসীর আইয়তুল কুরসী	৭৫/-	:	শায়খ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল উসাইমীন
মেশকাত শরীফ (১ম খণ্ড)	১৫০/-	:	মহিউস সুন্নাহ ইবনে মাসউদ আলবাগবী (রহ)
রিয়াদুস সালেহীন (১ম-৪র্থ খণ্ড)	৫৬০/-	:	আল্লামা ইমাম আন্ নববী (রহ)
কবিরা গুনাহ	১০০/-	:	আল্লামা ইমাম আয্যাহাবী (রহ)
গুলিস্তাঁ বোস্তাঁ	১৭৫/-	:	আল্লামা শেখ সাদী (রহ)
রাহে আমল (১ম ও ২য়)	২০০/-	:	আল্লামা জলিল আহসান নদভী
হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন	৯০/-	:	মাওলানা আবদুল কাদের
এন্তেখাবে হাদীস (১ম ও ২য়)	১১০/-	:	মাওলানা আবদুল গাফ্ফার নদভী
দারসুল কুরআন	১০০/-	:	খুররম মুরাদ
মহিলা সাহাবীদের সংগ্রামী জীবন	১৫০/-	:	তালীমুল হাশেমী
বর্তমান যুগের জাহেলিয়াত	১৫০/-	:	মুহাম্মদ কুতুব
ইসলামী সমাজ বিপ্লব	১৩০/-	:	সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহ)
আমরা আল্লাহকে কিভাবে পেলাম	১৬০/-	:	৮০ জন মহীয়সী নারীর সাক্ষাৎকার
ইসলাম ও আধুনিক ধর্ম	১০০/-	:	নঈম সিদ্দিকী
বর্তমান বিশ্বে ইসলামী পূণর্জাগরনের সমস্যা ও সম্ভাবনা	১২০/-	:	আল্লামা ইউসুফ আল্ কারযাভী
বিশ্বনবীর সা. রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি	২০/-	:	সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী
দারসে কুরআন	১৬/-	:	সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী
শান্তি ও কল্যাণের নবী সা.	২০/-	:	সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী
সীরাতুন্নবী সা. এর দাবী	২০/-	:	কাজী হোসাইন আহমদ
আমার আব্বা আম্মা	৭০/-	:	সাইয়েদা হুমায়রা মওদূদী
আন্দোলন কি ও কেন	২০/-	:	খুররম মুরাদ
মহানবী সা. বিশ্বজনীন মিশন	১২/-	:	খুররম মুরাদ
শেষ অসিয়ত	৪০/-	:	খুররম মুরাদ
আসান ফেকাহ্ (১ম ও ২য়)	২২০/-	:	আল্লামা ইউসূফ ইসলাহী
দৈনন্দিন জীবনের মাসয়ালা	১০০/-	:	আল্লামা ইউসূফ ইসলাহী
সাহাবা চরিত	১১০/-	:	মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (রহ)
ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা	৭৫/-	:	মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (রহ)
ইসলামী আন্দোলনের বুনিয়াদী শিক্ষা	১২০/-	:	মাওলানা সদরুদ্দিন ইসলাহী
ইসলামী সাধারণ জ্ঞান	১১৫/-	:	আবুল কালাম আজাদ
মহিলা ফিকহ্ (১ম ও ২য়)	১৬০/-	:	মাওলানা আতাইয়া খামীস
আধুনিক প্রশ্নোত্তর	১১০/-	:	শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে বা'জ
মুসলিম বিশ্বের ডায়েরী	১৩০/-	:	মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
আখিরাতের জীবনচিত্র	৯০/-	:	মাওলানা আবদুল কাদের
কিয়ামতের বিভীষিকা	৯০/-	:	এ বি এম কামাল উদ্দিন শামীম
সহীহ কাসাসুল আম্বিয়া	২৭৫/-	:	তাহের সুরাটি
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ-১০০	১৬০/-	:	মাইকেল এইচ হার্ট
ইসলামী ডায়েরী-১	৬৫/-	:	মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
অবিস্মরনীয় বাণী	৭০/-	:	আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী
ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা	১০০/-	:	মাওলানা কে এ নিযামী

সাইয়েদ পাবলিশিং হাউস
৪৩৫ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, ৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৭৫২০৫, ৯৩৬০৬৪৫, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১১৫৩৬৫।